আন-নূর | An-Nur | ٱلنُّور

আয়াতঃ ২৪ : ৪১

আরবি মূল আয়াত:

اَلَم تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَن فِى السَّمٰوٰتِ وَ الاَرضِ وَ الطَّيرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ
كُلٌّ قَد عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَ تَسبِيحَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفعَلُونَ ﴿۴۱﴾

অনুবাদসমূহ:

তুমি কি দেখনি যে, আসমান ও যমীনে যারা আছে তারা এবং সারিবদ্ধ হয়ে উড়ন্ত পাখিরা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে? প্রত্যেকেই তাঁর সালাত ও তাসবীহ জানে। তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। — আল-বায়ান

তুমি কি দেখ না, তিনি হলেন আল্লাহ, আসমান ও যমীনে যারা আছে সকলেই যাঁর প্রশংসা গীতি উচ্চারণ করে আর (উড়ন্ত) পাখীরাও তাদের ডানা বিস্তার ক'রে? তাদের প্রত্যেকেই তাদের 'ইবাদাত ও প্রশংসাগীতির পদ্ধতি জানে, তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে খুবই অবগত। — তাইসিরুল

তুমি কি দেখনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকূল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? তারা প্রত্যেকেই জানে তাঁর যোগ্য প্রার্থনা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি এবং তারা যা করে সেই বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। — মুজিবুর রহমান

Do you not see that Allah is exalted by whomever is within the heavens and the earth and [by] the birds with wings spread [in flight]? Each [of them] has known his [means of] prayer and exalting [Him], and Allah is Knowing of what they do. — Sahih International

৪১. আপনি কি দেখেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে তারা এবং সারবদ্ধভাবে উড্ডীয়মান পাখীরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার ইবাদাতের ও পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। আর তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।(১)

(১) আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। এই পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ কোন কোন মুফাসসিরের মতে এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু আসমান, যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান চতুষ্টয় অগ্নি, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সে কাজে ব্যাপৃত আছে। এর চুল পরিমাণও বিরোধিতা করে না। এই আনুগত্যকেই তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে।

কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যদ্বারা সে তার স্রষ্টা ও প্রভুর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবাস্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তাসবীহ এবং ইবাদাত শেখানো হয়েছে; যাতে তারা মশগুল থাকে। (كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ)এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও সালাতে সমগ্র সৃষ্টজগতই ব্যাপৃত আছে, কিন্তু প্রত্যেকের সালাত ও তাসবীহর পদ্ধতি ও আকার বিভিন্নরূপ। ফিরিশতাদের পদ্ধতি ভিন্ন, মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন এবং উদ্ভিদরা অন্য পদ্ধতিতে সালাত ও তাসবীহ আদায় করে। জড় পদার্থের পদ্ধতিও ভিন্নরূপ। [দেখুনঃ তাবারী, কুরতুবী, সা'দী, ফাতহুল কাদীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৪১) তুমি কি দেখ না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পাখীদল[1] আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? সকলেই তাঁর প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে।[2] আর ওরা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।[3]

[1] صَافَّاتএর অর্থ بَاسِطَاتকর্তৃকারক, এর কর্মকারক ঊহ্য আছে, আর তা হল أَجْنِحَتَهَاঅর্থাৎ, নিজেদের ডানা মেলে (উড়ন্ত)। 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে' এই ব্যাপক কথাতে পাখীদলও শামিল ছিল। কিন্তু এখানে তাদের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, অন্যান্য সৃষ্টি হতে এদের এক বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যারা আল্লাহর পূর্ণ কুদরতে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে উড়ন্ত অবস্থায় আল্লাহর তসবীহ করে থাকে। এরা উড়তে পারে এবং পৃথিবীর উপর চলা-ফেরাও করতে পারে; পক্ষান্তরে অন্যান্য জন্তুরা উড়ার বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত।

[2] অর্থাৎ, আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টিকে এই জ্ঞান দান করেছেন যে, তারা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কিভাবে করবে? যার অর্থ হল, এটি কোন ভাগ্যচক্রের কথা নয়। বরং আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টির আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করা, নামায পড়া --এসব তাঁরই কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। যেমন তাদের সৃষ্টিও তাঁর এক বৈচিত্রময় শিল্প নিপুণতা, যা করার আল্লাহ ছাড়া আর কারো শক্তি নেই।

[3] অর্থাৎ, পৃথিবী ও আকাশবাসীরা যেভাবে আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করে, সব কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে। এ কথা বলে যেন মানব-দানবকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমাদেরকে আল্লাহ বিবেক ও ইচ্ছার স্বাধীনতা দান করেছেন। অতএব আল্লাহর মহিমা, প্রশংসা ও আনুগত্য অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় তোমাদেরকে বেশী করা উচিত। কিন্তু বাস্তব তার বিপরীত। অন্য সৃষ্টিরা আল্লাহর মহিমা-গানে ব্যস্ত থাকে; কিন্তু বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সুশোভিত সৃষ্টি এতে অলসতার শিকার। যার কারণে তারা অবশ্যই আল্লাহর পাকড়াও-যোগ্য।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=2832

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন